গাংনীতে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ খালেক ও এ্যাড. শফিকুল আলম আটক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলমকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)।

গতকাল মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে র্যাবের পৃথক টিম তাঁদের বাড়িতে আলাদা আলাদা অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক গাংনী উপজেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান এবং অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ২০০৯ সালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প সুত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার জন্য তারা দুজন নিজ নিজ বাড়িতে আওয়ামী সমর্থীত লোকজন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলেন।

গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও তাঁদের দুজনকে আটক করা হয়। এই দুজনকে আদালতে সোপর্দ করার লক্ষ্যে গাংনী থানায় প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার সূত্র জানান, তাদের ১৬১ ধারায় আটক দেখিয়ে আদালতে নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক গাঁ ঢাকা দিলেও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একে এম শফিকুল আলম বাড়িতেই ছিলেন।

শতকোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন মিলু

একটা সময় ছিলেন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে পর্যদুস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জড়িয়ে পড়েন চোরা কারবারে। আর আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসে। বনে যান আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। এখন তিনি কয়েক শত কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। এলাকাবাসীর মতে নামে ও বেনামে এসব সম্পদ করেছেন তিনি।

গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী ও তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের পুত্র আমাম হোসেন মিলুর। তিনি মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানের পরও বিগত ১৬ বছরে প্রদর্শন করা দৌর্দাণ্ড দাপটের বিন্দুমাত্র কমেনি তার পরিবারের সদস্যদের।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী সময়ে একাধিক মামলার এজহারভূক্ত আসামি হলেও মিলুকে আটক করতে তার বাড়িতে এখন পর্যন্ত পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর কোন সদস্য পদার্পণ করেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ মিলুর আত্মীয়দের মধ্যে জেলা বিএনপি’র কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকর্মী থাকাতে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরেও তার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি ঘটেনি। মিলুর ছোট ভাই শিলুর বেয়াই রতনপুর গ্রামের পলাশ স্থানীয় বিএনপি’র একজন প্রভাবশালী নেতা। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিএনপি কর্মী ও তার সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার টুলু বিশ্বাস সহ আরো কয়েকজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকর্মীর ছত্রছায়ায় থেকে এখনো ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, কোর্টে বিভিন্ন মামলা হলেও সেগুলো এখনো এফআইআর ভুক্ত হয়নি। আর মুজিবনগর থানাতে আমাম হোসেন মিলু বা তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কেউ কোন মামলা করেনি। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের কোন অভিযান চালানো হয়নি।

গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের শাসন আমলে ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষ সহ

নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে স্ক্রাপের ব্যবসা করতেন। এ সময় তার ব্যবসায়িক পার্টনার হয়ে ওঠে ভারতীয় নাগরিক মুকুল সাহা ও তার দল। স্ক্র্যাপ ও ট্রাক এর চেসিস আনা নেওয়ার পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন চোরাকারবারে। ২০০৬ সালে ট্রাকের চেসিস চোরা চালানের সময় ভারতীয় এক ট্রাক মালিককে হত্যা ও ট্রাক চোরাচালানের দায়ে ভারতে কয়েক মাস জেলও খাটেন মিলু। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মিলু এবং মুকুল সাহা ও অপর দুই সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ভারতীয় আদালত। তবে ভারতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মামলা চলককালীন সময়ে তিন মাস পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন আমাম হোসেন মিলু।

আমাম হোসেন মিলু ১৯৯৭ সালে তার খালু এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টারের হাত ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০০৬ সালে যতাপুর গ্রামের জহির রায়হান ও বাবলু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম এজহারভূক্ত ভুক্ত আসামি ছিলেন এই মিলু। হত্যা মামলা দুটিতে গ্রেফতার হয়ে ৩ মাস কারাবরণের পর জামিনে বের হয়ে আসেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মামলার থেকে নিজের নাম সরিয়ে নেন।

অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্য আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী সময়েও মিলু তার নিজগ্রাম যতারপুরের গোরস্থান সহ রাস্তর গাছপালা কেটে লুটপাট ও বিক্রি করলেও তার বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে না কোন ব্যবস্থা।
তবে, সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে থাকায় তার কোন বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তা টুটুলের নামে বেনামে সম্পদের পাহাড়

নিয়মিত বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকায় দেশের অন্যান্য চিনিকলের তুলনায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলটি কর্মকর্তাদের নিকট খুবই প্রিয়। যার কারণে উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তা ছাত্রলীগ নেতা

জাহিদুল হক টুটুল ঘুরে ফিরে ৮ বছর ধরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের একই চেয়ার ধরে রেখেছেন। কিছুদিনের জন্য মোবারকগঞ্জ চিনিকলে অবস্থান করলেও স্বৈরাচার আ.লীগ সরকারের হাত ধরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলে বদলী হয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। অভিযোগ উঠেছে চাকুরীর সুবাদে বিভিন্ন দুর্নিতি করে নিজ এলাকায় সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে অভিযুক্ত কর্মকর্তা টুটুলকে বদলী করার জোর দাবি তুলেছেন সচেতন মহল।

দেশের ১৭টি চিনিকলের মধ্যে দর্শনা কেরুজ চিনিকলটি অন্যতম। বিভিন্ন কারণে অন্যান্য চিনিকলের কর্মকর্তাদের ঠিকমত মাসিক বেতন না হওয়ায় বিভিন্ন সুপারিশে বা অর্থ বিনিয়গ করে এ চিনিকলে বদলি হয়ে আসেন। তাদেরি একজন উৎপাদন বিভাগের ডিজিএম জাহিদুল হক টুটুল। আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার সুবাদে স্বৈরাচার সরকারের সুপারিশে প্রথমবার ২০১৩ সালে দর্শনা চিনিকলে বদলি হয়ে আসেন তিনি। ২০১৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। কিছু দিনের জন্য মোবারকগঞ্জ চিনিকলে বদলি হয়ে গেলেও পুন:রায় পছন্দের প্রতিষ্ঠান দর্শনা চিনিকলে ফিরে আসেন। সেই থেকে বর্তমানে তিনি কেরুজ চিনিকলে অবস্থান করছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, জাহিদুল হক টুটুল দুর্নিতি করে নিজ এলাকায় একাধিক আলিশান বাড়ি নির্মান করেছেন। আওয়ামী লীগ করার সুবাদে চাকুরীতে যোগদান এবং ঘুরে ফিরে লোভনিয় জায়াগায় পৌষ্টিং নিয়ে চাকুরী করায় জনমনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। ফলে অনেকেরই প্রশ্ন স্বৈরাচার সরকারের মদদপুষ্ট টুটুলের খুঁটির জোর কোথায়? আর কিভাবেই বা অবৈধ্য সম্পদের মালিক হলেন সেটি ক্ষতিয়ে দেখার দাবি তুলেছে সচেতন মহল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত জাহিদুল হক টুটুল তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অশিকার করে বলেন, ভালো কাজারে জন্য আমাকে দর্শনা চিনিকলে রাখা হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের মদদে

কোটিপতি ছাত্রলীগ নেতা বাঁধন

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মদদপুষ্ট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মন্ত্রীর মদদে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের ঠিকাদারী বাগিয়ে নিয়ে তিনি সম্পদের মালিক হন।

এছাড়া অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেও হয়েছেন টাকার মালিক। ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে ব্যবসায়ী বা আর্থিক সুবিধা নেওয়ার নিয়ম না থাকলে ক্ষমতার দাপটে তিনি এসকল সুবিধা নিয়েছেন। তার দাদা আমিনুল ইসলাম মুজিবগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের একজন তালিকাভুক্ত রাজাকার। চাচা আমাম হোসেন মিলু মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান। চাচার হাত ধরে তিনি মন্ত্রীর পাশে স্থান করে নেন। মন্ত্রীর সুপারিশে বনে যান ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সভাপতি।

অভিযোগ রয়েছে আব্দুস সালাম বাঁধন ও তার চাচা আমাম হোসেন মিলু মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার অন্যতম গডফাদার। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে চাচা-ভাতিজা দুজনই আত্মগোপনে রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আইনে কয়েকটি মামলাও হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার অপরাধে বিভিন্ন সময় পুলিশ প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে গ্রেফতার করলেও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সিগনাল থাকায় এই দুই চাচা-ভাতিজাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ওই সময় আক্ষেপ ছিলো। তবে তা প্রকাশ করতে পারেনি।

আব্দুস সালাম বাঁধন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্রলীগের সভাপতি হলেও গঠণতন্ত্র অমান্য করে তিনি বিয়ে করেছেন, এক কন্যা সন্তানের পিতা, পেশায় ঠিকাদারী ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির মেয়াদ অনেক আগে শেষ হলেও ক্ষমতার লিপ্সু বাঁধন সম্মেলনও করেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের বাবা। তিনি ঠিকাদারী ব্যবসার আড়ালে মূলত অনলাইন জুয়ার অন্যতম সম্রাট। ক্ষমতায় থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে না পারলেও ভিতরে তাদের ক্ষোভ রয়েছে।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগ, এলজিইড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বিভিন্ন ঠিকাদের সাথে লিয়াজু করে কাজ করতেন। প্রতিটি কাজে রয়েছে অনিয়ম ও দুনীতির অভিযোগ। আব্দুস সালাম বাঁধনের অনিয়ম নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও কালের কণ্ঠতে সংবাদ প্রকাশিত হলে তার বিল আটকিয়ে দেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। পরে সিডিউল মোতাবেক কাজ করে তাকে বিল নিতে হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি কাজে অনিয়মের কারণে দুদকের অনুসন্ধানও চলছে বলে জানা গেছে।

এ সকল অনিয়ম, কমিটির পদ, অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে তিনি হয়েছেন কোটি কোটি টাকার মালিক। নিজ গ্রাম মুজিবনগর উপজেলার যতারপুরে এক সঙ্গে একই দাগে কিনেছেন ৫বিঘা জমি। যার বর্তমান বাজার মূল্যো প্রায় দেড় কোটি টাকা। এছাড়া শহরে এবং গ্রামেও তার জমি কেনার খবর পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগের সভপতি হলেও তিনি যাতায়াত করতেন প্রাইভেট কারে। পরে বিষয়টি সমালোচনা কারটি বিক্রি করে দেন বলে জানা গেছে।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুস সালাম বাঁধন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্র একাধীক বার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তবুও কেন্দ্র কোন ব্যবস্থা নেননি। ফলে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা তৈরি হয়েছে। যা ছাত্র রাজনীতির জন্য কাল হয়েছে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ বাসীর কাছে দোয়া চেয়ে আওয়ামী লীগ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আশরাফ নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি আর কোন দিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখবেন না বলেও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার অসুস্থতার কারণে সকলের কাছে দোয়াও চেয়েছেন।

তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি এক জন হার্টের রোগী। আমার কিছুদিন আগের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে এখন আমি খুবই অসুস্থ। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায়, স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম। এখন থেকে আওয়ামী লীগের দলের সাথে আমার আর কোন সংযোগ নেই। আমি সংগঠন থেকে চিরতরে অব্যাহতি নিলাম। রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিলাম। আমি আর রাজনীতির সাথেই যাব না। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আর যে কয়দিন বেঁচে আছি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। আমি অসুস্থ মানুষ, যেন ভালো থাকতে পারি।

উল্লেখ্য, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম এ বিষয়ে দুটি আবেদন করেন। একটি

আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ ছাড়া অপর আবেদনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেওয়া হয়।

এদিন বেলা সাড়ে ১১টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন আমলের সব হত্যা, গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, পিলখানা হত্যার বর্ণনা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর।

গত ১৫ অক্টোবর নিয়োগের পর প্রথম কর্মদিবসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার। এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী এদিন ট্রাইব্যুনালে আসেন।

এ সময় ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ও অন্য কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান।

গত ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম শেখ হাসিনাসহ পলাতক অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের মুখোমুখি করতে ২০১০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। সেই ট্রাইব্যুনাল জামায়াত-বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করা হয় এবং তা কার্যকরও হয়।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন ঠেকাতে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় শেখ হাসিনা সরকার। প্রায় দেড় হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এই আন্দোলনে। শেখ হাসিনার পতনের পর সরকারের দায়িত্বে আসে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরই জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার করার সিদ্ধান্ত হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সময় কয়েক শ মৃত্যুর ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে বিবেচনা করে শেখ হাসিনাসহ ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কয়েক ডজন মানুষের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এরই মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এভারকেয়ার হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার আরিফ মাহমুদ এবং সাবেক মন্ত্রী ও মতিয়া চৌধুরীর মামা মোস্তফা জামাল হায়দার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

১৯৪২ সালের ৩০ জুন পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন মতিয়া চৌধুরী।

তার বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন খ্যাতিমান সাংবাদিক বজলুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মতিয়া চৌধুরী।

তিনি ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সালে ‘অগ্নিকন্যা’ নামে পরিচিত মতিয়া পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন এবং এর কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭০ ও ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রচারণা, তদবির এবং আহতদের শুশ্রুষায় সক্রিয়

অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময়কালে তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন।

১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের ১নং প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সূত্র: কালেরকণ্ঠ

মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।

গত মঙ্গলবার মেহেরপুরের সাব জজ-২ আদালতের বিচারক এস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন। এবং এর আগে আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠণ করেন। আগামী ২৮ নভেম্বর সাক্ষীর শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

গত বছর সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ব্যবসায়ীক পার্টনাল দেবাশীষ বাগচি আদালতে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের একটি মামলা করেন।যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে জানা গেছে, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] (2).

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] (1), [redacted]:

[redacted]

জানাগেছে, আলমডাঙ্গায় গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার উপর হামলা চালায় আওয়ামীলীগ ও তাঁর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। ওই ঘটনায় (১৬ আগস্ট) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী ওবাইদুল্লাহ বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের ৪৭ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৬০/৭০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় অজ্ঞাত নামা আসামী হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ৪ আগস্টে ছাত্র-জনতার উপর হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি তদন্ত চলছে। তদন্তে ওই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সত্যতা পাওয়ায় তাদের আটক করা হয়। পরে ওই মামলায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।